চতুর্থ দার্‌স
নামাযের তরীকা-পদ্ধতিঃ

الدرس الرابع
كيفية الصلاة

নামাযের সময় এবং অন্যান্য যাবতীয় ইবাদতের সময় নিয়ত করা অত্যাবশ্যক। তবে এই নিয়ত অন্তরে হবে, মুখে উচ্চারিত হবে না। **নামাযের তরীকা হলো নিম্নরূ,**

১। মুসাল্লী সমগ্র শরীর সহ ক্বেবলামুখী হবে, এদিক ওদিক তাকাবে না। (২) অতঃপরতাকবীরেতাহরীমা পাঠ করবে।বলবে "আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত অথবা কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে। (৩) অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে। (৪) অতঃপর দুআয়ে ইসতিফতাহ পড়বে। আর দুআয়ে ইসতিফতাহ হলো,

অথবা পড়বে, "সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা অ তাবা-রাকাসমুকা অ তাআ'লা জাদ্দুকা অ লা-ইলাহা গায়রুকা" এ ছাড়া আরো ইস্তিফতাহর দুআ আছে যে কোন দুআ পড়তে পারে। আর উত্তম হলো, কোন একটি দুআকে অব্যাহতভাবে না পড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুআ পড়া। এতে নামাযে বিনয়ভাব আসবে ও মন উপস্থিত থাকবে। (৫) তারপর 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়ত্বানীর রাজীম' পড়বে। (৬) অতঃপর "বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" বলে সুরা ফাতিহা পড়বে। "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'-লামীন, আর রাহমানির রাহীম, মালিকি ইয়াউ মিদ্দীন, ইয়্যাকানা' বুদু অ ইয়্যাকা নাস্তায়ীন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাক্বীম, সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্যোল্লীন" (সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি নিখিল জাহানের রব্ব। যিনি দয়াময় মেহেরবান। বিচার দিনের মালিক।আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক দৃঢ়পথ প্রদর্শন কর। তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ। যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথভ্রষ্ট নয়। (৭) অতঃপর কুরআন থেকে যে কোন সূরা পড়বে। (৮) অতঃপর উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকু' করবে। আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে উভয় হাতের চেটো হাঁটুর উপর স্থাপন করবে। রুকু'তে পড়বে, 'সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম'। দুআটি তিনবার পড়া সুন্নাত। তিনের বেশী পড়াও জায়েয এবং একবার পড়লেও যথেষ্ট হবে। (৯) অতঃপর ইমাম ও একা নামায আদায়কারী 'সামি আল্লা-হু-লিমান হামিদাহ' বলে রুকু' থেকে মাথা তুলবে। রুকু' থেকে উঠার সময়ও উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে। মুক্তাদী 'সামি আল্লা-হু-লিমান হামিদাহ'র পরিবর্তে 'রাব্বানা অ লাকাল হামদু' দুআটি পড়বে। অতঃপর ডান হাতের চেটোকে বাম হাতে রেখে তা বুকের উপর স্থাপন করবে। (তবে এটা কোন কোন আলেমের নিকট)। (১০) রুকু' থেকে উঠে এই দুআটি পড়বে।(রাব্বানা লাকাল হামদু, মিলআস্‌সামাওয়াতি অ মিলআল আরযি অ মিলআ মা বায়নাহুমা অ মিলআ মা শি'তা মিন শায়্যিন বা'দু) (হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা যা আকাশ ভর্তি করে দেয়, যা পৃথিবী পূর্ণ করে দেয় এবং যা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী মহাশূন্যকে পূর্ণ করে দেয়। আর এগুলো ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও, তা পূর্ণ করে দেয়)। (মুসলিম ৭৭১) (১১) অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে প্রথম সাজদাটি করবে। শরীরের সাতটি অঙ্গ দ্বারা সাজদা করবে। আর তা হোল, নাক সহ কপাল, উভয় হাতের তেলো, হাঁটুদ্বয় এবং উভয় পায়ের অগ্রভাগ। সাজদার সময় বগল ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত রাখবে এবংসমস্ত আঙ্গুলগুলো ক্বেবলামুখী রাখবে সাজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' দুআটি পাঠ করবে। দুআটি তিনবার পড়া সুন্নাত। তিনের বেশীও পড়তে পারে এবং একবার পড়লেও যথেষ্ট হবে। সাজদার সময় বেশীবেশী দুআ করা মুস্তাহাব। কারণ, সাজদা হলো দুআ কবুল হওয়ার স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

(১২) অতঃপর "আল্লাহু আকবার" বলে সাজদা থেকে মাথা উঠাবে। উভয় সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসবে এবং ডান পা উঠিয়ে রাখবে। আর ডান হাত হাঁটুর নিকটস্থ ডান পায়ের উরুর উপর রাখবে। আর বাম হাত হাঁটুর নিকটস্থ বাম পায়ের উরুর উপর রাখবে। উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে রাখবে। আর এই বৈঠকে 'রব্বিগ ফিরলী রব্বিগ ফিরলী' দুআটি পড়বে। (১৩) অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করবে। প্রথম সাজদায় যা কিছু করেছে, দ্বিতীয় সাজদায়ও অনুরূপ করবে। (১৪) তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে আবার দাঁড়াবে।(১৫) প্রথম রাকআত যেভাবে পড়া হয়েছে, দ্বিতীয় রাকআতও অনুরূপ পড়বে ও করবে। তবে দুআয়ে ইস্তিফতাহ এবং 'আউযু বিল্লাহ' পড়বে না। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সাজদার পর দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে যেভাবে বসেছিলো, সেভাবে বসবে, যদি চার রাক'আত ও তিন রাকআত বিশিষ্ট নামায হয়। ডান হাতের আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে বৃদ্ধা ও মধ্যমা দ্বারা বালা বানিয়ে তর্জনী দিয়ে ইশারা করবে। এই বৈঠকে তাশাহহুদ পড়বেএবং তর্জনী দিয়ে ইশারা করবে। তাশাহহুদ হলো,

"আত্ তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্সালা-ওয়াতু অত্ত্বাইয়ি-বা-তু আস্ সালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু, আস্সালা-মু আলাইনা অ আলা ইবা-দিল্লা-হিস-সা-লিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অরাসুলুহু" (যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সকল প্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর ও আল্লাহর সকল সৎ বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে আবার দাঁড়াবে। যদি তিন রাকআত বিশিষ্ট নামায হয়, যেমন মাগরিবের নামায অথবা চার রাকআত বিশিষ্ট হয়, যেমন যোহর, আস্র ও ঈশার নামায। এখানেও হাত দু'টিকে (বুকের উপর ধারণ করার পূর্বে) কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। তারপর অবশিষ্ট নামাযগুলো দ্বিতীয় রাকআতের ন্যায় পূরণ করবে। তবে (অবশিষ্ট রাকআতগুলোতে) দাঁড়ানো অবস্থায় কেবল সূরা 'ফাতিহা' পড়বে। শেষ রাকআতের দ্বিতীয় সাজদার পর বসে তাশাহহুদ ও দরূদে ইবরাহীম পড়বে।

"আত তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্সালা-ওয়াতু অত্ত্বাইয়ি-বা-তু আস্ সালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিইয়্যু অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু, আস্সালামু আ'লাইনা অ আ'লা ইবাদিল্লাহিস-সা-লিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অরাসুলুহু। আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আ'লা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা অ আ'লা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আ'লা মুহাম্মাদিঁউ অআ'লা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আ'লা ইবরাহীমা অ আ'লা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ" এরপর স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী অন্য দুআও করতে পারবে। তাছাড়া বেশী বেশী দুআ করা সুন্নাতও বটে। তবে যে দুআ প্রমাণিত তা-ই করা উচিত। যেমন, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাব্‌রি অ মিন আযা-বিন্নার অ মিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অল মামা-তি অ মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল" (১৬) তারপর 'আস্সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লা-হ' বলে আগে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরবে। (১৭) যোহর, আস্র, মাগরিব এবং ঈশার নামাযের শেষ তাশাহহুদে 'তাওয়ার্‌রুক' ক'রে বসা সুন্নাত। অর্থাৎ, ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের অগ্রভাগকে ডান জঙ্ঘা (হাঁটু থেকে গাঁট পর্যন্ত পায়ের অংশ)র নীচে দিয়ে বের করে রেখে পাছাকে যমীনের ভর করে বসবে। আর হাত দু'টিকে ঐভাবেই রাখবে, যেভাবে প্রথম তাশাহহুদে রেখেছিলো।